পথ চলি নিরাপদে

ড. শাহজাহান তপন

পথ চলি নিরাপদে

ড. শাহজাহান তপন

গ্রন্থস্বত্ব : গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রথম প্রকাশ : ৯ ফাল্গুন ১৪০৫, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১১

সম্পাদনা : রেখা কিবরিয়া

আলোকচিত্র : মেহরাব-উল-গনি মডি ও ইন্টারনেট

ছবি : মাসুদুল হাসান ও জাহিদ হাসান বেনু

লেআউট/ডিজাইন : মাসুদুল হাসান, অশোক বিশ্বাস ও জাহিদ হাসান বেনু

প্রকাশনা : গণসাক্ষরতা অভিযান, গণসাহায্য সংস্থা, টিআইডিপি/এলজিইডি

সহযোগিতায় : বিআরটিএ, টাঙ্গাইল

মুদ্রণ : নিপুন প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রাপ্তিস্থান : গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৩০৪২৭, ৮১১৫৭৬৯, ৮১৫৫০৩১-২

ISBN 984-486-139-X

Path Chali Nirapode (Let's move on the road safely) : Children's reference book on Road Safety suitable for the age group 8 to 12 years.

এমবেসি অব দি কিংডম অব দি নেদারল্যান্ডস্ (ইকেএন), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং অক্সফাম নভিব-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাসড়ক ও অন্যান্য সংযোগ সড়কসমূহের দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, অদক্ষ চালক, নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে যানবাহন চালানো এবং পথচারীদের সড়ক ব্যবহার সম্পর্কিত অজ্ঞতা ইত্যাদি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সড়ক দুর্ঘটনায় মূল্যবান জীবন ও সম্পদহানি বর্তমানে দেশের একটি সাধারণ ও উদ্বেগজনক চিত্রে পরিণত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার ব্যাপকতা রোধের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর আওতাধীন জার্মান কারিগরি (টিটিজেড) সহায়তার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন টাঙ্গাইল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টিআইডিপি) কর্তৃক বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিএ)-টাঙ্গাইল, গণসাহায্য সংস্থা এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় শিশুদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ও খ্যাতনামা শিশু-শিক্ষা গ্রন্থপ্রণেতা ড. শাহজাহান তপন টাঙ্গাইল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে 'পথ চলি নিরাপদে' নামক এই বইটি প্রণয়ন করেন।

বইটি মূলত শিশু-কিশোরদের পথ চলার নিয়মকানুন সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পুস্তিকা হিসেবেও বইটি ব্যবহৃত হতে পারে।

'পথ চলি নিরাপদে' বইটির খসড়া পাণ্ডুলিপি তিন ধাপে মূল্যায়ন করা হয়। প্রথমত: বইটির ওপর টাঙ্গাইল জেলায় কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মতামত নেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত: জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত ১৮টি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) লিখিত মন্তব্য নেওয়া হয়। অতঃপর ৮০টিরও বেশি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ এলজিইডি ভবনে 'সড়ক ব্যবহার ও সড়ক নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত তথ্য, শিক্ষা এবং উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রকাশনা উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কর্মশালায় বইটি পর্যালোচনা করা হয়। এর একটি ইংরেজি অনুবাদ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন আইডিসি-এর 'সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা' কার্যক্রমের বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও মূল্যায়ন করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের সময় এই সকল ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শ যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমরা আশা করি এ বইটি শিশুদের পথ চলায় যথেষ্ট সহায়ক হবে। এমনকি বইটি বয়স্কদের জন্যও উপকারে আসবে।

নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

নির্বাহী পরিচালক
গণসাহায্য সংস্থা

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পথ চলি নিরাপদে

রাস্তায় গাড়ি চলে ।

রাস্তায় মানুষ চলে ।

রাস্তা দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাই । রাস্তায় চলে বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, বেবিট্যাক্সি ও টেম্পো । চলে রিকশা, ভ্যান ও সাইকেল । কোনো কোনো এলাকায় চলে নসিমন ও ভটভটি । মানুষও হাঁটাচলা করে । রাস্তায় কোনো কোনো যানবাহন খুবই দ্রুত চলে । রাস্তা চলতে হয় দেখে শুনে । তা না হলে ঘটতে পারে অনেক বিপদ ।

রাস্তায় প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে । দুর্ঘটনার ফলে মানুষ মারা যাচ্ছে । মানুষ আহত হচ্ছে, প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ছে । যানবাহন নষ্ট হচ্ছে । রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটার প্রধান কারণ হলো, রাস্তায় চলাচলের নিয়ম না জানা ও নিয়ম না মানা ।

আমরা যদি সঠিক নিয়ম মেনে রাস্তায় চলাচল করি তাহলে অনেক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে পারি । যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করেন তাদের জন্য রাস্তায় চলার কতগুলো নিয়ম আছে । আবার যারা গাড়ি চালান তাদের জন্য রাস্তায় গাড়ি চালানোর কতগুলো নিয়ম আছে । রাস্তায় চলার সময় সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, নইলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।

গ্রামে পথ চলা

গ্রামে রাস্তার পাশে কোনো ফুটপাত নেই ।
তোমরা তাই রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করবে । যানবাহন যে দিক থেকে আসে সেদিকে মুখ করে তোমরা হাঁটবে । এতে যানবাহন দেখতে পারবে ।
হাঁটার সময় পাশাপাশি না চলে একজনের পিছনে আর একজন হাঁটবে ।

গ্রামে রাস্তা পারাপার

গ্রামে রাস্তা পার হওয়ার সময় রাস্তার একপাশে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়াবে। ডানে-বামে-ডানে দেখবে গাড়ি যাওয়া-আসা করছে কিনা। গাড়ির শব্দ শুনবে। যদি গাড়ি আসে, গাড়িকে আগে যেতে দেবে। কোনো গাড়ি কাছে না থাকলে প্রথমে ডানে, তারপর বামে দেখে নেবে। আবার ডানে দেখে রাস্তা পার হবে।

রাস্তা সোজাসুজি পার হবে, কোনাকুনি নয়।

রাস্তা পার হওয়ার সময়ও ডানে, বামে ও ডানে দেখবে এবং গাড়ির শব্দ শুনবে।

রাস্তার বাঁক

গ্রামের বড় রাস্তায় মাঝে মাঝে বাঁক দেখতে পাওয়া যায় ।
রাস্তার বাঁক দিয়ে রাস্তা পার হবে না । রাস্তার বাঁক থেকে একটু দূরে গিয়ে ডানে-বামে-ডানে দেখে, যানবাহন না থাকলে রাস্তা পার হবে । সোজাসুজি হেঁটে রাস্তা পার হবে ।

গ্রামের ব্রীজ বা সেতু পারাপার

ব্রীজ বা সেতুর মাঝখানে, সামনে বা শেষ মাথায় রাস্তা পার হবে না ।
ব্রীজ বা সেতু থেকে কিছু দূরে ডানে-বামে-ডানে দেখে রাস্তা পার হবে ।
সেতুর উপর যানবাহন থাকলে সেতু পার হবে না ।

রাতে রাস্তা পার হওয়া

গ্রামের রাস্তায় বাতি নেই। রাস্তায় বাতি না থাকলে রাতে গাড়ির চালক পথচারীদের দেখতে পান না। রাতে খুব সাবধানে রাস্তা পার হবে। রাতে রাস্তায় চলাফেরা বা রাস্তা পার হওয়ার সময় সঙ্গে এমন কোনো চকচকে জিনিস রাখবে যা সহজেই অন্ধকারে বা আবছা আলোয় দেখা যায়। হলুদ বা সাদা রঙের কাপড় সঙ্গে থাকলে সহজেই তা গাড়ির চালক দেখতে পারবেন।

গ্রামের লেভেল ক্রসিং

গ্রামে অনেক জায়গায় রেললাইন রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে। যেখানে রেললাইন রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে সেই জায়গাটাকে লেভেল ক্রসিং বলে। লেভেল ক্রসিং-এ রাস্তার দুই পাশে গেট আছে। একে রেলগেট বলে। রেলগাড়ি চলার সময় রেলগেট বন্ধ করা হয়। গ্রামে লোহার চেন বা বাঁশ দিয়েও লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা হয়। লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকলে রাস্তার দুই পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। পথচারীদেরও দাঁড়াতে হয়। তোমরাও দাঁড়াবে। রেলগেট বন্ধ থাকলে কখনই লেভেল ক্রসিং পার হবে না। রেলগেট বন্ধ না থাকলেও রেললাইনের দুই পাশ দেখে নেবে। রেললাইনে রেলগাড়ি না থাকলে লেভেল ক্রসিং পার হবে। গ্রামে অনেক জায়গায় লেভেল ক্রসিং-এ কোনো গেট নেই। সেখানে সাবধানে পার হবে।

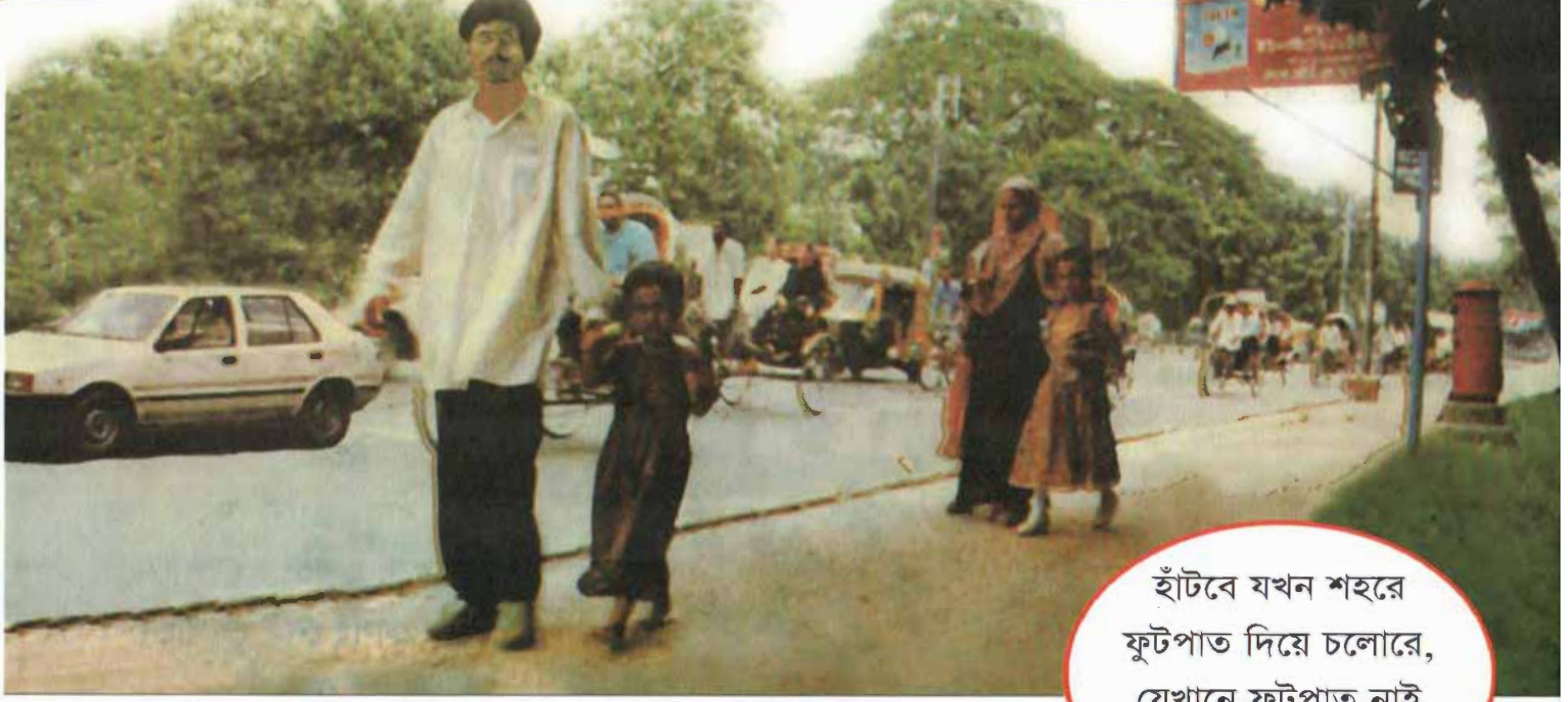

শহরে পথ চলা

শহরে রাস্তার পাশে ফুটপাত আছে । পথচারীদের সব সময় ফুটপাত দিয়ে হাঁটাচলা করতে হবে । তোমরা সব সময় ফুটপাত দিয়ে হাঁটবে । ফুটপাত না থাকলে রাস্তার ডানপাশ দিয়ে হাঁটাচলা করবে । যেদিক থেকে গাড়ি আসে সেদিকে মুখ করে হাঁটবে ।

জেব্রা ক্রসিং ও শহরে রাস্তা পারপার

শহরে পথচারীদের রাস্তা পারাপারের জন্য রাস্তার মাঝে নির্দিষ্ট জায়গা আছে। এই জায়গাটা সাদা-কালো ডোরা ডোরা রং করা। জেব্রার গায়ের মতো দেখতে বলে এই জায়গাটার নাম জেব্রা ক্রসিং। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হবে।

জেব্রা ক্রসিং-এ গাড়ি থামলে ডানে-বামে-ডানে দেখে রাস্তা পার হবে। শহরে যেখানে জেব্রা ক্রসিং নেই সেখানে রাস্তা পার হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। এই নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হবে। ডানে-বামে-ডানে দেখে এবং যানবাহনের শব্দ শুনে রাস্তা পার হবে।

গোলচক্কর ও রাস্তার মোড়

শহরের রাস্তার একটি বিপদের জায়গা হলো মোড় ও গোলচক্কর । গোলচক্করের পাশ দিয়ে কখনই হাঁটাচলা করবে না । হাঁটলেই বিপদ হতে পারে । যে কোনো সময় গাড়ি এসে চাপা দিতে পারে । মোড়ে বা গোলচক্করে রাস্তা পার হবে না । মোড় বা গোলচক্করের খানিকটা দূরে বা পারাপারের নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে ডানে-বামে-ডানে দেখে রাস্তা পার হবে ।

শহরের লেভেল ক্রসিং

অনেক শহরে রেললাইন রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে। যেখানে রেললাইন রাস্তার উপর দিয়ে গেছে সেই জায়গাটাকে লেভেল ক্রসিং বলে।

এখানে রাস্তার দুই পাশে গেট আছে। এই গেটকে রেলগেট বলে। রেলগাড়ি চলাচলের সময় রেলগেট বন্ধ করা হয়। রেলগেট বন্ধ থাকলে লেভেল ক্রসিং দিয়ে চলাচল করবে না। রেলগেট খোলা থাকলে দেখে-শুনে লেভেল ক্রসিং পার হবে।

ফুট ওভারব্রীজ

বড় বড় শহরের রাস্তায় একসঙ্গে অনেক গাড়ি চলে। এই সব ব্যস্ত রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফুট ওভারব্রীজ আছে। ফুট ওভারব্রীজ হচ্ছে রাস্তার উপর দিয়ে উঁচু করে বানানো ব্রীজ বা সেতু। এই ওভারব্রীজের উপর দিয়ে নিরাপদে রাস্তার এপার থেকে ওপার যাওয়া যায়। ফুট ওভারব্রীজের উপর দিয়ে মানুষ রাস্তা পার হয় এবং নিচ দিয়ে গাড়ি চলে। সব সময় ফুট ওভারব্রীজ দিয়ে রাস্তা পার হবে। ফুট ওভারব্রীজের নিচ দিয়ে কখনও রাস্তা পার হবে না।

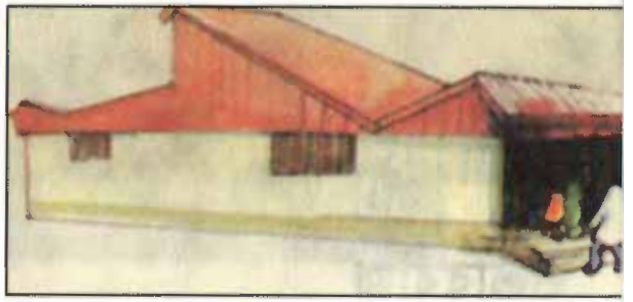

পাতালপথ

বড় শহর, যেমন ঢাকা শহরের ব্যস্ত রাস্তা পার হওয়ার জন্য পাতালপথ আছে। মাটির নিচ দিয়ে রাস্তার এক পার থেকে আর এক পারে যে পথ চলে গেছে তাকে পাতালপথ বা মাটির নিচের সুড়ঙ্গপথ বলে। পাতালপথ দিয়ে পথচারীরা রাস্তা পারাপার হয়। পাতালপথের উপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করে। পাতালপথে রাস্তা পার হতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে অপর পারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। যেখানে পাতালপথ আছে সেখানে পাতালপথ দিয়ে রাস্তা পার হবে।

ট্রাফিক লাইটে চলাচল

ট্রাফিক লাইট আপনা-আপনি সংকেত দিয়ে রাস্তায় গাড়ি ও পথচারী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত যেখানে এক রাস্তা অন্য রাস্তার সঙ্গে মিশেছে বা অন্য রাস্তার উপর দিয়ে গেছে সেখানে ট্রাফিক লাইট আছে।

এই ট্রাফিক লাইটে লাল, হলুদ এবং সবুজ রঙের বাতি জ্বলে এবং নেভে। সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চলে। হলুদ বাতি জ্বললে গাড়ি চলার গতি কমে যায়। লাল বাতি জ্বললে গাড়ি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায়।

গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে গেলে ডানে-বামে-ডানে দেখে এবং যানবাহনের শব্দ শুনে রাস্তা পার হবে।

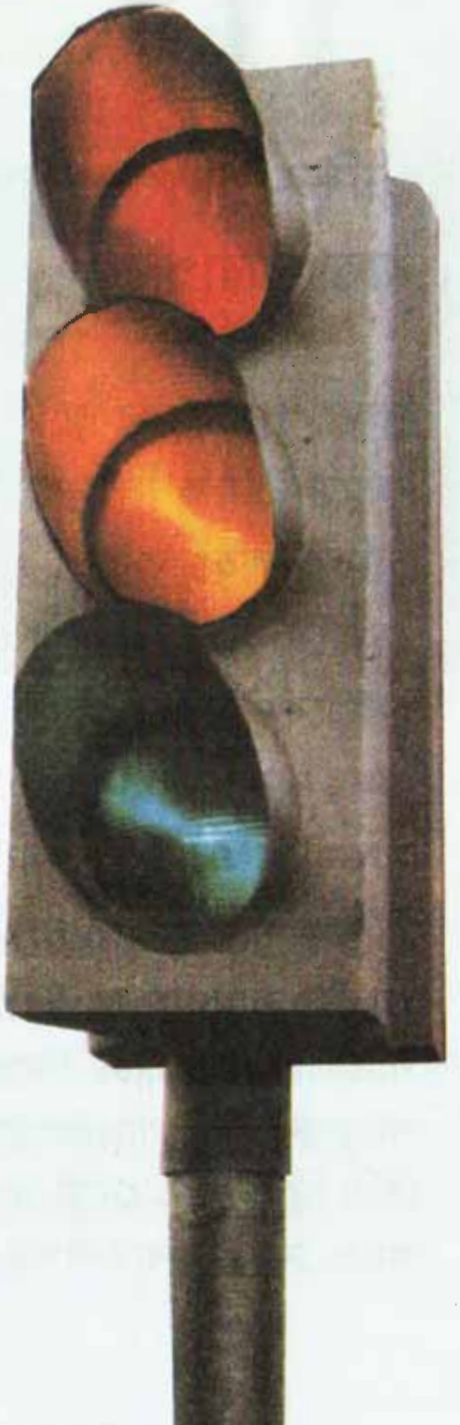

ট্রাফিক পুলিশ ও রাস্তা পারাপার

শহরে চার রাস্তার বা তিন রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগনাল বাতি বা ট্রাফিক লাইট আছে। এছাড়াও যেখানে কয়েকটি রাস্তা মিলেছে সেখানেও ট্রাফিক লাইট থাকে। এসব জায়গায় রাস্তার পাশে বা মাঝখানে একটু উঁচু জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকেন। যে উঁচু জায়গায় বা বেদিতে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকেন তাকে ট্রাফিক আইল্যান্ড বলে।

ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় বাস, গাড়ি, ট্রাক, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি, মোটরসাইকেল, সাইকেল, ভ্যান, রিকশা এবং পথচারী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন। রাস্তায় চলাচলকারী সবাইকে ট্রাফিক পুলিশের সংকেত মেনে চলতে হয়। রাস্তা পারাপারে ট্রাফিক পুলিশ সাহায্য করেন। ট্রাফিক পুলিশের কাছে নির্ভয়ে সাহায্য চাওয়া যায়। বেশি ব্যস্ত রাস্তা পার হতে তোমরা ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নেবে।

সাইকেল

সাইকেল চালানোর সময় রাস্তার বামদিক ঘেঁষে চালাবে । সাইকেল চালিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে-ডানে দেখে নেবে । কোনো যানবাহন কাছাকাছি না থাকলে ডান হাতে সংকেত দিয়ে রাস্তা পার হবে ।

রাতে সাইকেল চালালে সাইকেলে বাতি ও পিছনে আলোর প্রতিফলক থাকা জরুরি ।

দুই-তিন জন পাশাপাশি সাইকেল চালাবে না । একজনের পিছনে আর একজন সাইকেল চালাবে ।

টেম্পো ও বেবিট্যাক্সি

টেম্পোতে ওঠার সময় আগে যাত্রীদের নামতে দেবে। টেম্পোর পাদানিতে কখনই দাঁড়াবে না। এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। টেম্পো বা বেবিট্যাক্সির চালকের পাশে বসবে না। এতেও দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

বেবিট্যাক্সিতে ওঠার সময় বামদিক দিয়ে উঠবে। বেবিট্যাক্সি থেকে বামদিক দিয়ে নামবে। ওঠা বা নামার সময়ে কোনো যানবাহন আসছে কিনা দেখে নেবে।

বাসে চড়া ও বাস থেকে নামা

বাস রাস্তার কতকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় থামে। বাস থামার নির্দিষ্ট জায়গার নাম বাসস্টপ। বাসে চড়ার জন্য বাসস্টপে অপেক্ষা করবে। বাসে চড়ার আগে বাসের যে সব যাত্রী নামতে চান তাদের নামতে দেবে। তারা নেমে গেলে লাইন করে বাসে উঠবে। রাস্তা পার হতে হলে বাস থেকে নেমে দাঁড়াবে। বাসকে আগে যেতে দেবে। তারপর রাস্তা পার হবে। বাসে ওঠা বা নামার সময় ঠেলাঠেলি, তাড়াহুড়া করবে না। বাসে ওঠার পর বাসের ভিতরে বসে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে না।

বাসের দরজায় হাতল ধরে ঝুলে, বাসের ছাদে বসে, বাম্পারে দাঁড়িয়ে কোথাও যাবে না। এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাসের ভিতর যদি দাঁড়াতে হয় তবে শক্ত করে রড ধরে দাঁড়াবে। কখনই চলন্ত বাসে উঠবে না এবং চলন্ত বাস থেকে নামবে না।

জরুরি গাড়ি

এম্বুলেন্স ও আগুন নেভানো গাড়ি জরুরি কাজে নিয়োজিত থাকে। এই গাড়িগুলো রাস্তায় চলার সময় সাইরেন বাজায় এবং লাল বাতি জ্বালায়-নেভায়।

রাস্তায় এম্বুলেন্স আর আগুন নেভানো গাড়ি চলতে দেখলে রাস্তা থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে এবং রাস্তা পার হতে হলে আগে এম্বুলেন্স আর আগুন নেভানো গাড়ি যেতে দিয়ে তারপর রাস্তা পার হবে।

যখন তুমি গাড়ি চালাবে

বড় হয়ে তোমাদের অনেকেই গাড়ির মালিক হবে। নিজের গাড়ি নিজেই চালাবে। কেউ কেউ আবার গাড়ি চালানোর চাকরি নেবে বা ড্রাইভার হবে। মালিক বা ড্রাইভার যেই হোক না কেন, সবাইকে কিছু নিয়মকানুন মেনে গাড়ি চালাতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে নানান রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ড্রাইভার ও গাড়ির যাত্রীরা আহত বা নিহত হতে পারেন।

গাড়ির ফিটনেস

গাড়ি রাস্তায় চলাচলের উপযোগী কিনা অর্থাৎ গাড়ির ইঞ্জিন, ব্রেক, হেডলাইট, ইন্ডিকেটর লাইট ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে যে সনদপত্র দেওয়া হয়, তাই ফিটনেস সার্টিফিকেট। 'বিআরটিএ' নামক একটি সরকারি অফিস এই ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। যে কোনো গাড়ির মালিকের প্রথম কাজ হলো 'বিআরটিএ' থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়া। কারণ, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ি চালানো বেআইনি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

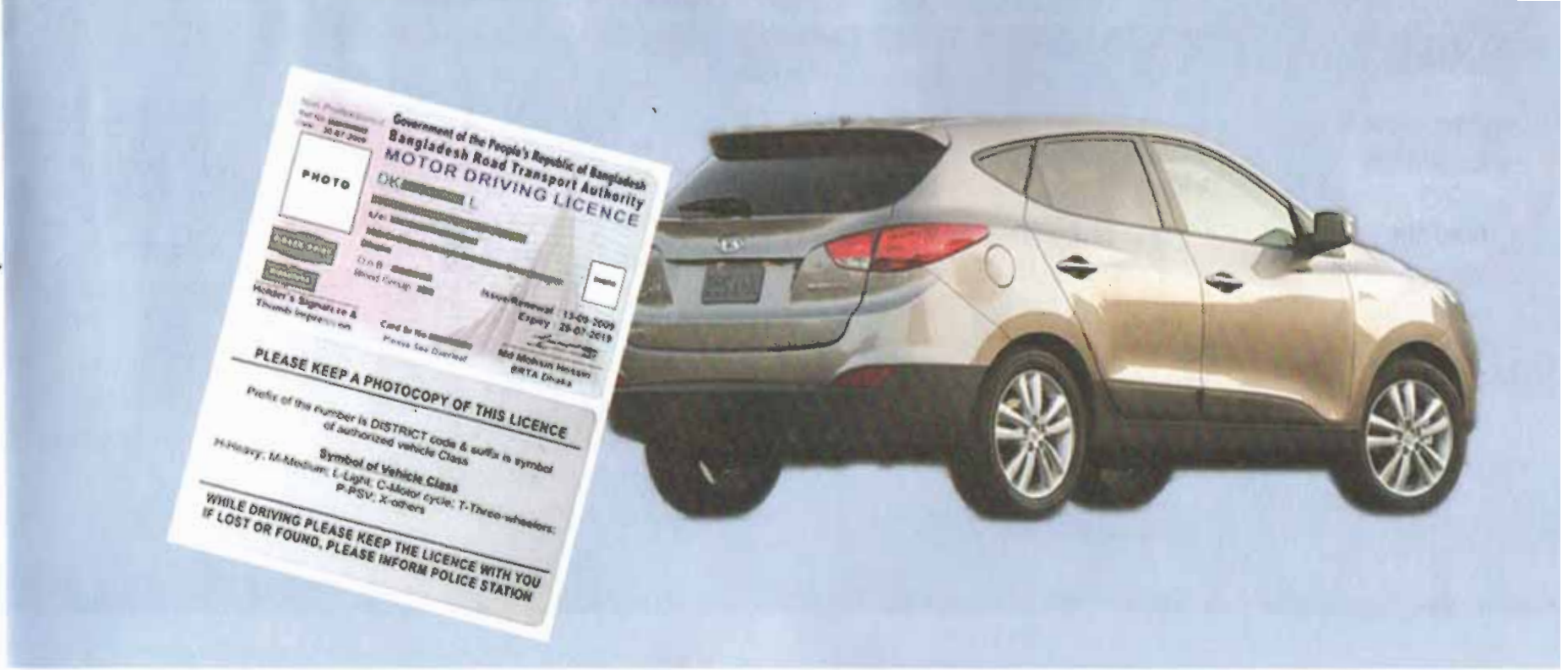

ড্রাইভিং লাইসেন্স

গাড়ি চালানোর জন্য প্রত্যেক চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ। বিআরটিএতে গাড়ি চালানোর পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় যারা পাশ করে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়। তাই-

- বৈধ লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাবে না।

গতিসীমা মেনে গাড়ি চালানো

রাস্তার কোনো কোনো স্থানে গাড়ির গতিসীমা নির্দিষ্ট থাকে। কোথাও কোথাও সাইনবোর্ডে লেখা থাকে "আবাসিক এলাকা সর্বোচ্চ গতিসীমা ২০ কিলোমিটার" কিংবা লেখা থাকে "সামনে রাস্তার বাঁক, সর্বোচ্চ গতিসীমা ৩০ কিলোমিটার"। এসব স্থানে নির্দিষ্ট গতিসীমা মেনে গাড়ি চালাতে হবে, নইলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া দ্রুত গতিতে গাড়ি চালালে, প্রয়োজনে একে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। গাড়ির গতি যত বেশি হবে দুর্ঘটনা ঘটলে তত বেশি মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাই-

- নির্দিষ্ট গতিসীমা লঙ্ঘন করে গাড়ি চালাবে না।

গাড়ি চালানোর সময় ইয়ার ফোন ও মোবাইল ফোনে কথা বলা নিষেধ

অনেক চালক গাড়ি চালানোর সময় ইয়ার ফোন বা মোবাইল ফোনে কথা বলেন। এতে গাড়ি চালানোর জন্য তাদের যে মনোযোগ থাকা দরকার তা থাকে না। ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রায়ই খবরের কাগজে তোমরা পড়ে থাকবে যে, চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিল তখন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই-

- গাড়ি চালানোর সময় ইয়ার ফোন বা মোবাইল ফোনে কথা বলবে না।

ট্রাফিক লাইট ও ট্রাফিক নির্দেশ মেনে গাড়ি চালানো

শহরের রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক লাইট ও ট্রাফিক পুলিশ থাকে। ট্রাফিক লাইটে সবুজ, হলুদ ও লাল এই তিন রঙের বাতি থাকে। সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চলে। হলুদ বাতি জ্বললে গাড়ির গতি কমাতে হয়। লাল বাতি জ্বললে গাড়ি থামাতে হয়। সব গাড়ি চালককে ট্রাফিক সংকেত মেনে চলতে হয়। ট্রাফিক সংকেত অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

অনেক রাস্তার মোড়ে বা ক্রসিংয়ে ট্রাফিক লাইট থাকে না। সেখানে একজন ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে এবং হাতের মাধ্যমে সংকেত দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তার হাতের সংকেত মেনে গাড়ি চালাতে, গাড়ির গতি কমাতে ও গাড়ি থামাতে হয়। তাই -

- ট্রাফিক লাইটের সংকেত মেনে গাড়ি চালাবে।
- ট্রাফিক পুলিশের হাতের সংকেত মেনে গাড়ি চালাবে।

ওভারটেকিং

সামনের গাড়ির গতি বেশি কম হলে ডানপাশ দিয়ে ঐ গাড়িকে অতিক্রম করে যাওয়াই হলো ওভারটেকিং। খুব জরুরি না হলে ওভারটেকিং না করাই ভালো। কেননা, ওভারটেকিং করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। কখনো যদি ওভারটেকিং করতেই হয়, তাহলে বিপরীত দিক থেকে কোনো গাড়ি আসছে কিনা তা লক্ষ করতে হবে। বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি নিরাপদ দূরত্বে থাকলেই কেবল খুব সাবধানে ওভারটেকিং করতে হবে। রাস্তায় অনেক স্থানে ওভারটেকিং নিষিদ্ধ। সরু রাস্তায়, সরু ব্রিজে, রাস্তার বাঁকে ওভারটেকিং করতে নেই। কারণ, এসব স্থানে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই-

- সরু রাস্তায়, সরু ব্রিজে, রাস্তার বাঁকে ওভারটেকিং করবে না।

সিটবেল্ট বেঁধে গাড়ি চালানো

গাড়ি চালানোর সময় চালককে অবশ্যই সিটবেল্ট বেঁধে গাড়ি চালাতে হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে বা অন্য কোনো কারণে চালককে অনেক সময় অতি দ্রুত গাড়ির ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে হয়। সিটবেল্ট বাঁধা না থাকলে এ সময় চালক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে তার বুকে জোরে ধাক্কা লাগতে পারে। এ কারণে তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। অথবা চালক ছিটকে গিয়ে গাড়ির সামনের কাচের উপর পড়তে পারেন। কাচ ভেঙে তার দেহে, চোখে-মুখে বিধে যেতে পারে। ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। তাই-

- সব সময় সিটবেল্ট বেঁধে গাড়ি চালাবে।

চালকের পাশের সিটে বসা ব্যক্তিকেও অবশ্যই সিটবেল্ট বাঁধতে হবে। এতে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কম হবে।

ট্রাফিক চিহ্ন

শহরের রাস্তায় বা গ্রামের সড়কপথে অনেক রকম ট্রাফিক চিহ্ন দেখা যায়। কোনোটা গোল, কোনোটা তিনকোনা, কোনোটা আবার চারকোনা। এই বইয়ের পিছনের মলাটে কয়েকটি ট্রাফিক চিহ্নের নমুনা দেওয়া হলো। এসব ছবির কোন-কোনটি তোমরা দেখেছ বলো।

গোল চিহ্নের ট্রাফিক সংকেতগুলো গাড়ি চালকদের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এগুলো লঙ্ঘন করা আইনত অপরাধ এবং এ জন্য জরিমানা হতে পারে। তাছাড়াও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। প্রবেশ নিষেধ, ডানে মোড় নিষেধ ইত্যাদির জন্য এ রকম গোল চিহ্ন ব্যবহার হয়।

তিনকোনা ট্রাফিক চিহ্নটি সর্তকতামূলক। এই চিহ্নটি গাড়ির চালককে গতি নিয়ন্ত্রণ করে সাবধানে গাড়ি চালাতে সচেতন করে। কিংবা সামনে রেলগেট বা চৌরাস্তা থাকলে ডানে-বামে-ডানে দেখে রাস্তা বা রেলগেট পার হতে চালককে সচেতন করে। সামনে স্কুল, চৌরাস্তা, রেলগেট ইত্যাদির জন্য এরকম চিহ্ন হতে পারে।

চারকোনা ট্রাফিক চিহ্নটি তথ্যমূলক চিহ্ন। যেমন- সামনে বাসস্ট্যান্ড থাকলে এরকম চিহ্ন ব্যবহার হয়।

থামুন
থামুন

সাইকেল চালানো নিষেধ

উল্টা মোড় নিষেধ

বামে চলুন

চিকিৎসা সেবা

বাস স্ট্যান্ড

পথচারী পারাপার

সামনে স্কুল

চৌরাস্তা